বাজেট
২০২৩-২০২৪

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

সূচীপত্র

বাজেট বক্তৃতা ০৩

এক নজরে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট ২৩

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের গ্রাফ ২৪

এক নজরে খাতভিত্তিক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট ২৭

বিস্তারিত বাজেট

- রাজস্ব আয় ও ব্যয় ২৯
- উন্নয়ন হিসাব (রাজস্ব) ৩৯
- সরকারি উন্নয়ন হিসাবের (থোক বরাদ্দের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের) আয় ও ব্যয়ের বিবরণ ৪১
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ডিপিপি) এর আয় ও ব্যয়ের বিবরণ ৪২
- বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ ৪৪

BACS এর ছক অনুযায়ী ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বাজেট ৪৮

আলোকচিত্র ৬২

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

বাজেট বক্তৃতা

অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪

সম্মানিত নগরবাসী, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ, সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ এবং সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ আস্সালামু আলাইকুম।

শুরুতেই লক্ষ-কোটি শুকরিয়া আদায় করছি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি। বিনম্রচিত্তে পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ও বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল সদস্যসহ কলঙ্কময় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সকল শহিদগণকে। পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাসহ ৫২'র ভাষা শহীদ, ৭১'র মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ, বীরাঙ্গনা মা-বোন ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের।

প্রিয় নগরবাসী,

সকল অশুভ শক্তি, সন্ত্রাস, দখলদারিত্ব, চাঁদাবাজি, অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি মানবিক সমাজ বিনির্মাণের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিগত ২০০৩ সাল থেকে বার বার আমাকে নির্বাচিত করে কর্পোরেশন পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এ জন্য আমি এবং আমার পরিবার আপনাদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। আপনাদের অর্পিত দায়িত্ব অতীতের মতো দল-মত নির্বিশেষে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করে নগরবাসীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার উপর আস্থাশীল হয়ে বার বার মনোনীত করে নগরবাসীর সেবা করার সুযোগ প্রদানের জন্য।

২০২২ সালে পুনরায় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর ২য় বারের মতো ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বাজেট ঘোষণার এ অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

প্রিয় নগরবাসী,

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সিটি কর্পোরেশন। সব ধরনের নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন সিটি কর্পোরেশনের মৌলিক দায়িত্ব। ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, জলাবদ্ধতা নিরসন, সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষা ও পরিচ্ছন্ন নগরী গঠন, স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধি এবং সিটি কর্পোরেশনের সকল পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠাসহ নগরবাসীকে কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানের মাধ্যমে একটি পরিবেশবান্ধব, পরিচ্ছন্ন, সুস্থ, নিরাপদ, দারিদ্র্য মুক্ত, আধুনিক, টেকসই এবং পরিকল্পিত জল ও সবুজ বেষ্টিত নগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছি। সেবার মান বৃদ্ধিসহ সকল কাজে আপনাদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েছি এবং আগামীতেও সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।

আপনাদের প্রত্যাশা ও অগ্রাধিকারের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং মতামতের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বিগত অর্থবছরে বাজেট ঘোষণা করেছি এবং সকলের সহযোগিতা ও সমর্থনে সাফল্যের সাথে বাজেটে প্রস্তাবিত অধিকাংশ উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছি। এসব প্রকল্পসমূহের মধ্যে শেখ রাসেল পার্ক অন্যতম। শেখ রাসেল পার্কটি ইতিমধ্যে আপনাদের বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত বিনোদন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা ও ভালবাসা এ ধরনের কাজে সিটি কর্পোরেশনকে আরও উৎসাহিত করবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার ঘোষণা, ২০৪১ সাল নাগাদ আমাদের দেশ হবে স্মার্ট ও উন্নত বাংলাদেশ। স্মার্ট বাংলাদেশের পরিকল্পনা এ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধান্ত। ২০০৯ সালে বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছিল যার সফলতা এখন দৃশ্যমান। বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক মন্দা পরিস্থিতিতেও নানা প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে দেশের অর্থনীতি ও উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা বর্তমান সরকারের অন্যতম সাফল্য। পদ্মা সেতু, কর্ণফুলী নদীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল, মেট্রোরেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের মতো মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, দারিদ্রতা বিমোচন, গৃহহীনদের জন্য আবাসন, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খেলাধুলায় অভূতপূর্ব উন্নয়নের পাশাপাশি বাংলাদেশকে উন্নত মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ডিজিটালাইজেশন

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশীদার হিসেবে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.ncc.gov.bd) ও National Portal Framework সমন্বয় ও তথ্য সমৃদ্ধ করা হয়েছে। ফলে নগরবাসী অতি সহজে সিটি কর্পোরেশনের তথ্যসহ সরকারি সকল ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে। এছাড়া নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ফেসবুক পেইজ (www.facebook.com/nagarbhaban) এবং ইউটিউব চ্যানেল (www.youtube.com/narayanganjcitycorporation) নিয়মিত বিভিন্ন তথ্য দিয়ে হালনাগাদ করা হচ্ছে। সিটি কর্পোরেশনের সকলস্তরে ই-গভর্নেন্স ও সুশাসন নিশ্চিতকল্পে নাগরিকদের যথাযথ রেকর্ড সংরক্ষণের লক্ষে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে। ট্রেড লাইসেন্স ও পানি সরবরাহ বিল অনলাইনের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে অনলাইনে প্রায় ১৪০০০ ই-ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

প্রিয় নগরবাসী,

নারায়ণগঞ্জ নগরীতে বিদ্যমান জলবায়ু, পরিবেশ, প্রতিবেশ রক্ষায় এবং গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন রোধে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত **"নগর সহনশীল জলবায়ু পরিকল্পনা প্রণয়ন"** করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে নগরীতে জলাধার সংরক্ষণ, পুকুর খনন এবং সংস্কার, খেলার মাঠ উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বায়ুমান নির্ণয়ের জন্য নগরীতে ৩টি বায়ুমান নির্ণয় যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি ও শিশুবান্ধব নগরী গড়ে তোলার জন্য গণপরিসর বৃদ্ধি করা এবং নগরীর পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জলবায়ু রক্ষার জন্য ২৬টি খাল সংস্করণের কাজ চলমান আছে। খেলাধুলাসহ পরিবেশ রক্ষায় নগরীর ১০, ১৬, ১৯, ২০, ২২, ২৪, ২৫ ও ২৭ নং ওয়ার্ডে খেলার মাঠ উন্নয়ন ও সৌন্দর্যবর্ধন করা হয়েছে এবং কিছু চলমান আছে, এর মধ্যে চিত্তরঞ্জন খেলার মাঠ, ডিএসএস ক্লাব মাঠ, মদনগঞ্জ ওয়েলফেয়ার মাঠ, মাহমুদনগর খেলার মাঠ, সোনাকান্দা ডকইয়ার্ড খেলার মাঠ, সিরাজউদ্দৌলা ক্লাব মাঠ, নবীগঞ্জ খেলার মাঠ, লক্ষণখোলা মাঠ উল্লেখযোগ্য। বেদখলকৃত জমি, পুকুর ও খেলার মাঠ উদ্ধারে সিটি কর্পোরেশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নদী তীরে অবস্থিত সিমেন্ট ফ্যাক্টরি ও ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে নদী দূষণ রোধে করণীয় বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে। নদী তীর ঘেষে পার্ক, খেলার মাঠ ও ওয়াকওয়ে নির্মাণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ নগরীর জীব বৈচিত্র রক্ষায় ব্যাপকভাবে নানা প্রজাতির বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। নগরীর ২৭টি ওয়ার্ডে প্রায় ৫১০০০টি বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। এর ফলে নগরীর কার্বন ডাই অক্সাইড, ওজোন, নাইট্রোজেন এবং সালফার ডাই-অক্সাইড হ্রাস পেয়েছে।

প্ল্যাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

UNILEVER Bangladesh Ltd. ও UNDP'র আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় সিটি কর্পোরেশন এবং ইএসডিও এর তত্ত্বাবধানে প্ল্যাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে নগরের বর্জ্য বিশেষ করে পরিবার পর্যায়ে প্ল্যাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় একটি নতুন মডেল যার পাইলটিং এর প্রথম পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৪০০ টন প্ল্যাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ করে রিসাইকেলিং করা হয়। পরবর্তীতে কর্ডএইড নামক এনজিও এর মাধ্যমে স্কুল পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে প্রায় ৪০০ কেজি পলিথিন সংগ্রহ করে রিসাইকেল করা হয়। বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরশেনের উদ্যোগে পলিথিন বর্জ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে পলিথিন বাজার চালু করার কার্যক্রম নেয়া হয়েছে যা অক্টোবর ২০২৩ থেকে কার্যকর হবে।

LivCom আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন

বাংলাদেশের প্রথম নগরী হিসেবে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন টেকসই উন্নয়নমূলক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে আন্তর্জাতিক **"LivCom Award"** অ্যাওয়ার্ড (ব্রোঞ্জ পদক) অর্জন করে যা **"গ্রিন অস্কার"** হিসেবে স্বীকৃত। স্থানীয় সহনশীলতা, টেকসই উন্নয়ন, নগরীর বসবাসযোগ্যতা, পরিবেশ, প্রতিবেশ, নগর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই অভীষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নে অগ্রগতির উপরে এই পুরস্কারটি প্রদান করা হয়। ৩০ মে হতে ০২ জুন তারিখে ইউরোপের মাল্টার রাজধানী ভ্যালেট্টা নগরীতে ২১তম LivCom Award 2023 আসরের চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে তুরস্ক, পোল্যান্ড, ফিলিপাইন, চীন, স্পেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE) ও বাংলাদেশের ১০টি নগরীসহ মোট ২৩২টি

নগরীকে জুরির জন্য নির্বাচিত করা হয়। পরবর্তীতে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন চূড়ান্ত পর্বে নির্বাচিত হয় এবং ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের মোট ১৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। লিভকম (LivCom) একটি আন্তর্জাতিক পুরষ্কার যা ১৯৯৭ সাল থেকে প্রবর্তন করা হয় এবং এটি বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরষ্কারগুলোর মধ্যে অন্যতম। **বাংলাদেশের প্রথম নগরী হিসেবে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এই LivCom আন্তর্জাতিক পুরষ্কার অর্জন করে**। এই সম্মানজনক পুরষ্কারটি সমগ্র বাংলাদেশ এবং নারায়ণগঞ্জের ভাবমূর্তি বহির্বিশ্বের কাছে আরো উজ্জ্বল করেছে।

সম্মানিত উপস্থিতি,

সাধারণত বর্ষা মৌসুমে এডিস মশার প্রজনন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এডিস মশার কামড়েই ডেঙ্গু নামক ভাইরাসজনিত জ্বরে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। সমীক্ষায় দেখা গেছে, বর্তমানে কোভিড-১৯ সংক্রমনের চেয়েও ডেঙ্গু সংক্রমণে মৃত্যুর হার বেশী। ডেঙ্গু প্রতিরোধে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ওয়ার্ড পর্যায়ে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জনগণকে ডেঙ্গু বিষয়ে সচেতন করে তোলার জন্য ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/স্কুল/কলেজে জনসচেতনতামূলক সেমিনার/ আলোচনা সভা আয়োজনসহ লিফলেট বিতরণ, মসজিদে জুমার খুতবা ও অন্যান্য নামাজের সময় ডেঙ্গু বিষয়ক সচেতনতামূলক বার্তা প্রচারসহ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, ওয়ার্ড পর্যায়ে দর্শনীয় স্থানসমূহে ফেস্টুন স্থাপন, ক্রাস প্রোগ্রামের মাধ্যমে ছাদ বাগান, নির্মাণাধীন ও পরিত্যক্ত ভবনে অভিযান পরিচালনা, পরিত্যক্ত স্থান ও ঝোঁপঝাড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে। মশক নিধন কার্যক্রমে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে Adulticide/Larvicide ক্রয়, LDO ক্রয় ও ফগার মেশিনের জ্বালানি বাবদ ১ কোটি ৪৭ লক্ষ ১৭ হাজার ৬৯৪ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ২৭টি ওয়ার্ডে মোট ১৫২ জন মশক নিধন কর্মী মশক নিধন ও মশার বংশ বিস্তার রোধে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। এ কাজে মশক নিধন কর্মীদের পারিশ্রমিক বাবদ বছরে প্রায় ১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ কর্মসূচি

সিটি পর্যায়ে Multi Sectoral Nutrition Coordination Committee গঠনের মাধ্যমে শহরে সমন্বিতভাবে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা ও ক্ষুদ্র স্বাস্থ্য বীমা কার্যক্রমের আওতায় ১১৫ জন বর্জ্য সংগ্রহকারী সহ ১৫০০০ দরিদ্র ও ৭০০ হতদরিদ্র পরিবারকে ১৬৬৪৩ হটলাইন নম্বরে (ডাক্তার ভাই) কল করে ২৪/৭ স্বাস্থ্য সেবা ও পরামর্শ গ্রহণের পাশাপাশি নগরের ৪টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রসহ মোট ১৪টি হাসপাতাল ও ক্লিনিকের মাধ্যমে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা (ওপিডি এবং আইপিডি) যেমন চিকিৎসা, ঔষধ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ভাউচার কার্ডের মাধ্যমে নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য ও বীমা সুবিধা প্রদানের কাজ চলমান রয়েছে;

- স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বিভিন্ন এলাকায় ৪৪ জন স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা হয়েছে;
- এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গর্ভবতী মা, ডায়রিয়া রোগীর চিকিৎসা, কিশোরী প্রজনন শিক্ষা এবং শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়;
- ২ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা ব্যয়ে ১২ জনকে প্রজনন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

নগর মাতৃসদন ও নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নাগরিকদের স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষে নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ডে ০৩টি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও ০১টি নগর মাতৃসদনে নিয়মিত চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম চলমান আছে। সেবার মান বৃদ্ধিকল্পে ও স্বল্প খরচে সকল ধরনের ল্যাবরেটরি পরীক্ষার জন্য ২টি অত্যাধুনিক ডিজিটাল এনালাইজার মেশিন, ২টি থ্রিডি আলট্রাসনোগ্রাম মেশিন ও প্রিন্টারসহ ৪টি কম্পিউটার প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া এপ্রিল, ২০২২-এ নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-৩ ও নগর মাতৃসদনে ২টি হরমোন এনালাইজার মেশিন প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখিত মাতৃসদন ও নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহে নিম্নবর্ণিত স্বাস্থ্যসেবা সমূহ প্রদান করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য সেবাসমূহ

১. গর্ভকালীন সেবা
২. গর্ভপরবর্তী সেবা
৩. নরমাল ডেলিভারী
৪. নবজাতক শিশু স্বাস্থ্যসেবা
৫. ইপিআই সেবা
৬. পরিবার-পরিকল্পনা সেবা
৭. এমআর-ডিএন্ডসি
৮. প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা
৯. কিশোর-কিশোরী সেবা
১০. আল্ট্রাসনোগ্রাম (৫০% কম মূল্যে) ২৪ ঘণ্টা
১১. ল্যাবরেটরী পরীক্ষা (৫০% কম মূল্যে এবং ১০% কম মূল্যে ঔষধ সেবা)
১২. ২৪ ঘণ্টা এম্বুলেন্স সেবা

কিডনী ডায়ালাইসিস সেন্টার

নগরীর কিডনী জটিলতায় আক্রান্ত রোগীদের স্বল্প মূল্যে ডায়ালাইসিস সেবা প্রদানের জন্য সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন ও সিটি কর্পোরেশনের যৌথ উদ্যোগে দেওভোগস্থ এনসিসি'র নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কিডনী ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এখানে ৯টি মেশিনের মাধ্যমে প্রতিদিন ২৭ জন রোগী ডায়ালাইসিস সেবা গ্রহণ করতে পারছে। ৫ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে উদ্বোধনের পর হতে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ২২৬ টি সেশনে সর্বমোট ৯৮৬৬টি ডায়ালাইসিস সম্পন্ন হয়েছে। ভবিষ্যতে এ সেবা আরও সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা আছে।

নার্সিং কলেজ স্থাপনের সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর

২১নং ওয়ার্ডে অবস্থিত নগর মাতৃসদন হাসপাতালে আধুনিক সুযোগ সুবিধা এবং আবাসন ব্যবস্থা সম্বলিত আন্তর্জাতিক মানের নার্সিং কলেজ স্থাপন বিষয়ে সোনার বাংলা ফাউন্ডেশনের সাথে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে। ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে নার্সিং কলেজের কার্যক্রম শুরু হবে আশা করা যায়।

এমএসিপি প্রকল্প (UNICEF) : নগরীর ৩টি অঞ্চলের ২৭টি ওয়ার্ডে চলমান স্বাস্থ্যসেবা ও ইপিআই কার্যক্রমকে শক্তিশালী করতে প্রয়োজনীয় জনবল ও টেকনিক্যাল সহায়তা প্রদানের নিমিত্তে ইউনিসেফ বাংলাদেশের অর্থায়নে MACP প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২১ জন টিকাদানকারী, ৮ জন প্যারামেডিক, ৯ জন টিকাদান সুপারভাইজার, ৯ জন পোর্টার ও ৩ জন আইটি পার্সন ২৭টি ওয়ার্ডে নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে। সিটি কর্পোরেশনের আওতায় সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচিকে (ইপিআই) আর ফলপ্রসু ও বেগবান করার লক্ষ্যে ইমিউনাইজেশন ই-ট্র্যাকার শীর্ষক প্রশিক্ষণ এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের

মাঝে ট্যাব বিতরণ করা হয়েছে। UNICEF নগরীর স্বাস্থ্যসেবা ও ইপিআই কাজের মানোন্নয়নে প্রতি তিন মাস অন্তর GO, NGA সমন্বয় সভা অব্যাহত রাখছে। এছাড়াও গত মার্চ ২০২৩ এ নগরীর ২৭টি ওয়ার্ডে লোক সংগীত ও নাটিকার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে ইপিআই কার্যক্রম ব্যাপকভাবে জোরদার করা হয়েছে।

আলো ক্লিনিক (UNICEF) : UNICEF এর অর্থায়নে ও PHD নামক এনজিও এর সহায়তায় নগরীর ১৫নং ওয়ার্ডে পদ্ম সিটি প্লাজা-৩ এ 'আলো ক্লিনিক' স্থাপন করা হয়েছে। এখানে সকল নাগরিককে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবাসহ প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ঔষধ সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে নিম্ন আয়ের বহু মানুষ উপকৃত হচ্ছে।

মমতাময়ী নারায়ণগঞ্জ : ২০১৮ সালের এপ্রিলে UK Aid এর সহায়তায় নারায়ণগঞ্জ নগরীর দুঃস্থ ও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা ও মানবিক সাহায্য দেয়ার উদ্দেশ্যে মমতাময়ী নারায়ণগঞ্জ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে WHPC (World Wide Hospis Palliative Care Alliance) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (BSMMU) ও আয়াত এডুকেশন গত এপ্রিল, ২০২২ হতে মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সহ চলমান রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমানে নগরীর ১৬টি ওয়ার্ডে গরীব ও দুঃস্থদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা, ঔষধ ও ফুড প্যাক সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়াও ১৬নং ওয়ার্ডের নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র-৩ এর বহির্বিভাগে সেবা কার্যক্রম চলমান আছে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৩টি অঞ্চলে প্রায় ২০ লক্ষাধিক লোক বসবাস করে। প্রতিটি মানুষ প্রতিদিন গড়ে ০.৫ (আধা) কেজি ময়লা-আবর্জনা উৎপন্ন করে। এর ফলে নগরীতে প্রতিদিন প্রায় ১০০০ টন বর্জ্য উৎপন্ন হয়। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ১১৪২ জন পরিচ্ছন্নকর্মী প্রতিদিন এই বর্জ্য অপসারণের কাজে নিয়োজিত আছে। ৩৩টি গার্বেজ ট্রাক, প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোডার, কমপেক্ট ট্রাক, এক্সকাভেটর, বুলডোজার, ট্রলি ও ভ্যান গাড়ির সাহায্যে নিয়মিত এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বর্জ্য সংগ্রহকারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক কটি/পোষাক, গামবুট, রেইনকোট, হ্যান্ড গ্লাবস ও আইডি কার্ড প্রদান করা হয়ে থাকে। LIUPC I Waste Concern প্রকল্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে পরিচ্ছন্ন কাজে নিয়োজিত কর্মীদের পারিশ্রমিক বাবদ ৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা, পরিচ্ছন্ন কাজে ব্যবহৃত উপকরণ ক্রয় বাবদ ৮৬ লক্ষ ৮০ হাজার ৪৩৪ টাকা, পরিচ্ছন্ন কাজে ব্যবহৃত যানবাহনের জ্বালানী ও মেরামত বাবদ ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭৬ টাকা এবং নর্দমা (ড্রেন) পরিষ্কার বাবদ ১ কোটি ২৭ লক্ষ ১৮ হাজার ৫৯৬ টাকা সর্বমোট ১৫ কোটি ৯ লক্ষ ৮৬ হাজার ৬০৬ টাকা ব্যয় হয়েছে।

বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে নিষ্কাশনের জন্য ৩৪৫ কোটি ৯১ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ব্যয়ে (ভূমি অধিগ্রহণ ২৯৯ কোটি ১৩ লক্ষ, অবকাঠামো উন্নয়ন ৪৬ কোটি ৭৮ লক্ষ ৩১ হাজার) **"নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ ব্যবস্থাপনা"** শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। স্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ড নির্মাণের লক্ষে জালকুড়িতে ২৩.২৮ একর জমি অধিগ্রহণ